১০ম বিসিএস (প্রিলি)- সাধারণ জ্ঞান

১. **বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রের ঘোষণা হয়েছিল-**
[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]

ক. ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১
খ. ২৬ মার্চ,১৯৭১
গ. ১১ এপ্রিল, ১৯৭১
ঘ. ১০ এপ্রিল,১৯৭১ **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- বাংলাদেশ গণপ্রজাতন্ত্রের ঘোষণা হয়েছিল ১০ এপ্রিল, ১৯৭২।
- ১০ এপ্রিল, ১৯৭২ সালে ত্রিপুরার আগরতলায় বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার গঠন করা হয়।
- ১৭ এপ্রিল ১৯৭২ মেহেরপুর জেলার ভবেরপাড়া গ্রামের বৈদ্যনাথতলায় 'প্রবাসী সরকার' বা 'অস্থায়ী সরকারের' শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।
- পরে তা 'মুজিবনগর সরকার' নামে পরিচিত হয়।
- 'মুজিবনগর সরকার' এর রাষ্ট্রপতি ছিলেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।
- ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম।
- 'মুজিবনগর সরকার' এর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাজউদ্দিন আহমদ।
- ২৬ মার্চ, ১৯৭১ এ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয়।

২. **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রবর্তিত হয়-**
[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]

ক. ২৫ মার্চ, ১৯৭১
খ. ২৫ মার্চ, ১৯৭২
গ. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১
ঘ. ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭২ **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান প্রবর্তিত হয় ১৬ ডিসেম্বর,১৯৭২ সালে।
- বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন 'সংবিধান'।
- বাংলাদেশের সংবিধানে ১১টি ভাগ আছে।
- বাংলাদেশের সংবিধানে ৭টি তফসিল আছে।
- বাংলাদেশের সংবিধানে ১টি প্রস্তাবনা আছে।
- বাংলাদেশের সংবিধানে ১৫৩টি অনুচ্ছেদে আছে।
- এ পর্যন্ত ১৭ বার সংবিধানের সংশোধনী হয়েছে।
- বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ ২৩ মার্চ, ১৯৭২ জারি করা হয়।
- বাংলাদেশ গণপরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ৪০৩ জন।
- সংবিধান প্রণয়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা ৩৪ জন।
- সংবিধান প্রণয়ন কমিটির একমাত্র মহিলা সদস্য রাজিয়া বানু।

৩. **বিখ্যাত সাধক শাহ সুলতান বলখীর মাজার কোথায়?**
[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]

ক. মহাস্থানগড়ে খ. শাহজাদপুরে
গ. নেত্রকোনায় ঘ. রামপালে **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- বগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে বিখ্যাত সাধক শাহ সুলতান বলখীর মাজার অবস্থিত।
- বাংলার প্রাচীনতম জনপদ ছিল পুন্ড্র
- পুন্ড্র শব্দের অর্থ আখ বা ইক্ষু
- পুন্ড্র রাজ্যের রাজধানী ছিল পুন্ড্রনগর।
- মহাস্থানগড়ের পূর্বনাম ছিল পুন্ড্রনগর।
- পুন্ড্রনগর মৌর্য ও গুপ্ত রাজবংশের প্রাদেশিক রাজধানী ছিল।
- পরশুমারের প্রাসাদ, খোদার পাথর ভিটা, বৈরাগির ভিটা, গোবিন্দ ভিটা, শীলাদেবীর ঘাট, ভাসু বিহার, বেহুলার বাসর ঘর ইত্যাদি মহাস্থানগড়ে অবস্থিত।
- মহাস্থানগড় করতোয়া নদীর তীরে অবস্থিত।
- সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুরে রবীন্দ্র স্মৃতিবিজড়িত কুঠিবাড়ি অবস্থিত।
- নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর উপজেলার বিরিশিরিতে উপজাতীয় কালচারাল একাডেমি' অবস্থিত।
- বাগেরহাট জেলার রামপালে অবস্থিত 'রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র'।

৪. **বাংলাদেশের লোকশিল্প জাদুঘর কোথায়?***[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. চট্টগ্রাম খ. বগুড়ায়
গ. সোনারগাঁওয়ে ঘ. রামপালে **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- নারায়নগঞ্জ জেলার সোনারগাঁওয়ে অবস্থিত 'বাংলাদেশ লোকশিল্প জাদুঘর।'
- ১৯৭৫ সালে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের উদ্যোগে বাংলাদেশ সরকার 'বাংলাদেশ লোকশিল্প জাদুঘর' প্রতিষ্ঠা করে।
- চট্টগ্রামে ফয়েস লেক, বাংলাদেশ মিলিটারি একাডেমি, কর্ণফুলি সার কারখানা, সমুদ্র বন্দর ইত্যাদি অবস্থিত।

- চট্টগ্রামের পূর্বনাম ইসলামাবাদ।
- বগুড়া জেলায় পুন্ড্রনগর বা মহাস্থানগড় অবস্থিত।
- 'রামপাল তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র' বাগেরহাট জেলার রামপালে অবস্থিত।

৫. **বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে প্রথম এসেছিলেন-** *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. ইংরেজরা খ. ওলন্দাজরা
গ. ফরাসিরা ঘ. পর্তুগিজরা **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- বাংলায় ইউরোপীয় বণিকদের মধ্যে বানিজ্যের উদ্দেশ্যে প্রথম এসেছিলেন পর্তুগিজরা (১৫১৬ সাল)।
- ১৪৯৮ সালের ২৭ মে ভাস্কো-দা-গামা ভারতের পশ্চিম উপকূলের কালিকট বন্দরে এসে উপস্থিত হন।
- পর্তুগিজরা কোচিনে সর্বপ্রথম বানিজ্যকুঠি স্থাপন করেন।
- ভারতে পর্তুগিজ শক্তির প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা আল বুকার্ক (প্রথম পর্তুগিজ গভর্নর)।
- আরাকান ও পর্তুগিজ জলদস্যুদের 'হার্মাদ' বলা হতো।
- পর্তুগিজগন এদেশে ফিরিঙ্গি (ফারসি শব্দ) নামে পরিচিত।
- সুবেদার কাসিম খান ও শায়েস্তা খান এদেশ হতে পর্তুগিজদের বিতাড়িত করেন।
- ২১৮ জন ইংরেজ বণিক ১৬০০ সালে 'ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠন করে।
- ১৬০৮ সালে ইংল্যান্ডের রাজা জেমসের সুপারিশপত্র নিয়ে ক্যাপ্টেন হকিন্সের সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবার আগমন।
- হল্যান্ড (নেদারল্যান্ডের) অধিবাসীদের ওলন্দাজ বা ডাচ বলা হয়।
- ১৬০২ সালের ডাচরা 'ডাচ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করে।
- ফ্রান্সের অধিবাসীদের ফরাসি বলা হয়।
- ১৬৬৪ সালে 'ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি' গঠিত হয়।
- উপমহাদেশে ফরাসিদের আগমন সবার শেষে।

৬. **বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখ চালু করেছিলেন কে?** *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. সম্রাট আকবর খ. শেরশাহ
গ. লক্ষ্মণ সেন ঘ. বাদশাহ শাজাহান **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- বাংলা নববর্ষ পহেলা বৈশাখ চালু করেছিলেন সম্রাট আকবর।
- সম্রাট আকবর বাংলা সন প্রবর্তন করেন ১৫৮৪ সালে। কিন্তু কার্যকর হয় ১৫৫৬ সাল থেকে সম্রাটের সিংহাসন আরোহনের সময়।
- বাংলা সন প্রবর্তনের প্রধান কারণ ছিল খাজনা আদায়।
- সম্রাট আকবর ছিলেন মুঘল সাম্রাজের তৃতীয় সম্রাট।
- মুঘল সাম্রাজের প্রতিষ্ঠাতা জহির উদ্দিন মুহম্মদ বাবর (১৫২৬)।
- সম্রাট আকবর 'দ্বীন-ই-ইলাহী' নামক ধর্মমতবাদ চালু করেন।
- শেরশাহ ১৫৪০ সালে বিলগ্রামের যুদ্ধে হুমায়ুনকে পরাজিত করে দিল্লি অধিকার করেন।
- 'গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড' (সড়ক -ই-আজম) নির্মাণ করেন শেরশাহ।
- লক্ষ্মন সেন (১১৭৮-১২০৬) ছিলেন সেন বংশের সর্বশেষ স্বাধীন রাজা।
- মুসলিম সেনাপতি ইখতিয়ার উদ্দিন বখতিয়ার খলজি ১২০৪ সালে বাংলা জয় করেন।
- বাদশাহ শাহজাহান (১৬২৮-১৬৫৮) কে বলা 'Prince of Builders'
- তাজমহল, ময়ূর সিংহাসন, কোহিনুর হীরা বাদশাহ শাহজাহানের নামের সাথে জড়িত।

৭. **পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহারটি কি নামে পরিচিত ছিল?** *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. সোমপুর বিহার খ. ধর্মপাল বিহার
গ. জগদ্দল বিহার ঘ. শ্রী বিহার **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- পাহাড়পুরের বৌদ্ধ বিহার সোমপুর বিহার নামে পরিচিত ছিল।
- পাল রাজা ধর্মপাল সোমপুর বিহার নির্মাণ করেন।
- সোমপুর বিহার 'সত্য পীরের ভিটা' অবস্থিত।
- নওগাঁ জেলার বদলগাছি উপজেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত সোমপুর বিহার।
- জগদ্দল বিহার নওগাঁ জেলার ধামইরহাট উপজেলায় অবস্থিত।
- ১৯৮৫ সালে ইউনেস্কো পাহাড়পুরের বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

- কথিত আছে রাজা রামপাল এ বিহার নির্মাণ করেন।

৮. **বাংলাদেশে চীনামাটির সন্ধান পাওয়া গেছে-** *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. বিজয়পুরে খ. রানীগঞ্জে
গ. টেকেরহাটে ঘ. বিয়ানী বাজারে **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- বাংলাদেশে চীনামাটির সন্ধান পাওয়া যায় বিজয়পুরে।
- ১৯৫৭ সালে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক অধিদপ্তর নেত্রকোণা জেলার দুর্গাপুর উপজেলায় চীনা মাটির সন্ধান পাওয়া যায়।
- পরবর্তীতে চীনামাটির জায়গাটির নামকরণ করা হয় 'বিজয়পুর'।
- এ ছাড়া চট্টগ্রাম, শেরপুর, দিনাজপুর ও নওগাঁ জেলার বিভিন্ন জায়গায় চীনামাটির সন্ধান পাওয়া গেছে।

৯. **ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় কোন সালে?** *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. ১৯০৫ খ. ১৯১১
গ. ১৯৩৫ ঘ. ১৯২১ **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- 'প্রাচ্যের অক্সফোর্ড' খ্যাত 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯২১ সালের ১ জুলাই।
- ১৯১১ সালে 'বঙ্গভঙ্গ রদ' এর ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।
- ১৯১২ সালে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট 'নাথান কমিশন' গঠিত হয়।
- ১৯১৭ সালে 'স্যাডলার কমিশন' গঠিত হয়।
- ১৯২০ সালের ২৩ মার্চ ভারতীয় আইনসভায় পাস হয় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন' ১৯২০।
- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নবাব সলিমুল্লাহ জমি দান করেন।
- ঢা.বি. এর প্রথম উপাচার্য ছিলেন স্যার ফিলিপ জোসেফ (পি. জে. হার্টস।
- প্রথম ভারতীয় (বাঙালি) ও মুসলিম উপাচার্য ছিলেন স্যার এ. এফ. রহমান।
- ভাষা আন্দোলনের সময় উপাচার্য ছিলেন ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন।
- ঢা.বি. এর মনোগ্রামে লেখা আছে 'শিক্ষাই আলো' (শিল্পী -সমরজিৎ রায়চৌধুরী)।

১০. **ঢাকার বিখ্যাত তারা মসজিদ তৈরি করেন?** *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. শায়েস্তা খান
খ. নওয়াব সলিমুল্লাহ
গ. মির্জা আহমেদ জান
ঘ. খান সাহেব আবুল হাসানাত **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- ঢাকার বিখ্যাত তারা মসজিদ নির্মাণ করেন মির্জা আহমেদ জান (অন্য নাম মির্জা গোলাম পীর)।
- মসজিদটিতে তারার আধিক্যের জন্য এরকম নামকরণ হয়েছে।
- মসজিদটি পুরান ঢাকার আরমানিটোলার আবুল খয়রাত রোডে অবস্থিত।
- ১৯২৬ সালে আলীজান বেপারী বহু অর্থ ব্যয় করে মসজিদটি সংস্কার করেন।
- শায়েস্তা খান ছিলেন একজন মুঘল সুবেদার। তিনি ২২ বছর বাংলা শাসন করেন।

১১. **পাখি ছাড়া 'বলাকা' ও 'দোয়েল' কিসের নাম?** *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. দুটি কৃষি যন্ত্রপাতির নাম
খ. দুটি কৃষি সংস্থার নাম
গ. উন্নত জাতের গম শস্য
ঘ. কৃষি খামারের নাম **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- পাখি ছাড়া 'বলাকা' ও 'দোয়েল' হচ্ছে উন্নত জাতের গম শস্য।
- আরও গমের উন্নত জাতের নাম- সোনালিকা, আকবর, আনন্দ, কাঞ্চন, বরকত, অগ্রণী, ইনিয়া ৬৬ ইত্যাদি।
- উন্নত জাতের ধান শস্য: চান্দিরা, বিপ্লব, ব্রিবালাম, দুলাভোগ, আশা, সুফলা, প্রগতি, সোনার বাংলা, ময়না, ইরি-৮ ইত্যাদি।
- ভুট্টা শস্য: উত্তরণ, বর্ণালী, শুভ্র।
- বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট (ব্রি-BRRI) গাজীপুর জেলার জয়দেবপুরে অবস্থিত (১৯৭০ প্রতিষ্ঠা)।
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (১৯৭৩) জয়দেবপুরে অবস্থিত।

১২. **'অগ্নিশ্বর', 'কানাইবাঁসী, 'মোহনবাঁসী' ও 'বীটজবা' কি জাতীয় ফলের নাম?** *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. পেয়ারা খ. কলা
গ. পেঁপে ঘ. জামরুল **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- অগ্নিশ্বর, কানাইবাঁশী, মোহনবাঁশী ও বীটজবা উন্নত জাতের কলার নাম।
- আরও কিছু জাত- অমৃতসাগর, মেহের সাগর, সবরি, সিঙ্গাপুরী, চাঁপা ইত্যাদি।

১৩. বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করা হয় কোন সালে? *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. ১৭০০ খ. ১৭৬২
গ. ১৯৯৫ ঘ. ১৭৯৩ **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা প্রবর্তন করা হয় ১৭৯৩ সালে।
- এর মাধ্যমে জমিদারী প্রথা চালু হয়।
- চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করেন গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস।
- সূর্যাস্ত আইন ও তিনিই প্রবর্তন করেন; যা রাজস্ব আদায়ের সাথে সম্পর্কিত।

১৪. কোন মুঘল সম্রাট বাংলার নাম দেন 'জান্নাতাবাদ'? *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. বাবর খ. হুমায়ূন
গ. আকবর ঘ. জাহাঙ্গীর **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মুঘল সম্রাট হুমায়ূন বাংলার নাম দেন 'জান্নাতাবাদ'।
- জালাল উদ্দিন মুহম্মদ বাবর ছিলেন মুঘল সাম্রাজের প্রতিষ্ঠাতা (১৫২৬)।
- মুঘল সম্রাট আকবর বাংলা সন এবং দ্বীন-ই-ইলাহী চালু করেন।
- মুঘল সম্রাট জাহাঙ্গীর ছিলেন চতুর্থ সম্রাট এবং সম্রাট আকবরের পুত্র।
- ১৫৪০ সালে বিলগ্রামের যুদ্ধে হুমায়ূনকে পরাজিত করে শেরশাহ দিল্লি দখল করে নেন।

১৫. উপমহাদেশের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর- *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. ড. রমেশচন্দ্র মজুমদার
খ. ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন
গ. ড. মাহমুদ হাসান
ঘ. স্যার. এ. এফ. রহমান **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- উপমহাদেশীয়দের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন আহমদ ফজলুর রহমান বা স্যার এ. এফ. রহমান (১৮৮৯-১৯৪৫)।
- তিনি ছিলেন বাঙালি মুসলিমদের মধ্যে প্রথম উপাচার্য।
- ১৯৩৪ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি উপাচার্য ছিলেন।
- ১৯৭৬ সালে তাঁর নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হল প্রতিষ্ঠা করা হয়।
- ড.রমেশচন্দ্র মজুমদার বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ছিলেন এবং তিনিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন (৪র্থ)।
- ড. মাহমুদ হাসান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দশম উপাচার্য ছিলেন।
- ড. সৈয়দ মোয়াজ্জেম হোসেন ভাষা আন্দোলনের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন।
- তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র ছিলেন।

১৬. ১৯৮৮ সালের সিউল অলিম্পিকে বাংলাদেশের কোন ভাস্করের শিল্পকর্ম প্রদর্শনীতে স্থান পায়? *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. শামীম শিকদার খ. সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালেদ
গ. হামিদুজ্জামান খান ঘ. আবদুস সুলতান **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ১৯৮৮ সালের সিউল অলিম্পিকে বাংলাদেশের হামিদুজ্জামান খানের 'স্টেপস' ভাস্কর্যটি স্থান পায়।
- হামিদুজ্জামানের অন্যান্য ভাস্কর্য- সংশপ্তক (জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়), ক্যাম্পাস (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়), স্বাধীনতা (কাজী নজরুল এভিনিউ, ঢাকা)।
- শামীম শিকদার, (১৯৫২-২০২৩) এর ভাস্কর্য হলোঃ স্বোপার্জিত স্বাধীনতা, স্বাধীনতা সংগ্রাম, স্বামী বিবেকানন্দ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)।
- ভাস্কর্য সৈয়দ আব্দুল্লাহ খালেদ তাঁর 'অপরাজেয় বাংলা ' (ঢাবি) ভাস্কর্যের জন্য অমর হয়ে থাকবেন।

১৭. ঢাকা কখন সর্বপ্রথম বাংলার রাজধানী হয়েছিল? *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. ১২৫৫ খ. ১৬১০
গ. ১৯০৫ ঘ. ১৯৪৭ **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ঢাকা সর্বপ্রথম বাংলার রাজধানী হয়েছিল ১৬১০ সালে।
- মুঘল সুবেদার ইসলাম খান ১৬১০ সালে বারো ভূঁইয়াদের নেতা মুসাকে পরাজিত করেন।
- ইসলাম খান ঢাকার নামকরণ করেন সম্রাটের নামে জাহাঙ্গীরনগর।

- ১৬৬০ সালে সুবেদার মীর জুমলা দ্বিতীয় বার রাজমহল থেকে ঢাকাতে রাজধানী হস্তান্তর করেন।
- ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন তৃতীয়বার বঙ্গভঙ্গের সময় ঢাকাকে রাজধানী করেন।
- ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পরে ঢাকা চতুর্থবারের মতো রাজধানী হয়।
- ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী হয় (৫ম)।

১৮. পূর্বাশা দ্বীপের অপর নাম - *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. নিঝুম দ্বীপ খ. সেন্ট মার্টিন
গ. দক্ষিণ তালপট্টি ঘ. কুতুবদিয়া **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- পূর্বাশা দ্বীপের অন্যনাম দক্ষিণ তালপট্টি।
- ভারত দ্বীপটির নামকরণ করে 'নিউমুর' এবং নিজেদের দাবী করে।
- দ্বীপটি হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনায় বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত।
- সেন্টমার্টিন দ্বীপ বাংলাদেশের একমাত্র প্রবাল দ্বীপ।
- সেন্টমার্টিন দ্বীপের অন্যনাম নারিকেল জিঞ্জিরা।
- বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের দ্বীপ সেন্টমার্টিন (ছেড়া দ্বীপ)।
- নিঝুম দ্বীপ নোয়াখালী জেলার হাতিয়া উপজেলায় অবস্থিত।
- নিঝুম দ্বীপের পূর্বনাম বাউলার চর, বালুয়ার চর, চর ওসমান ইত্যাদি।
- কুতুবদিয়া হলো কক্সবাজার জেলার একটি দ্বীপ উপজেলা
- কুতুবদিয়া দ্বীপে রাতে নৌ-চলাচলের সুবিধার জন্য একটা বাতিঘর রয়েছে।

১৯. 'সার্ক' এর প্রথম শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়-*[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. ১৯৮৪ খ. ১৯৮৭
গ. ১৯৮৫ ঘ. ১৯৮৬ **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- 'সার্ক' এর প্রথম শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ঢাকায় ১৯৮৫ সালে।
- 'সার্ক' এর পূর্ণরূপ- South Asian Association for regional cooperation (SAARC).
- সার্ক এর জন্ম হয় ৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৫ সালে।
- সার্ক -এর রূপকার ছিলেন বাংলাদেশের সাবেক শহিদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান।
- এ পর্যন্ত 'সার্কে' এর তিনটি শীর্ষ সম্মেলন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় (প্রথম -১৯৮৫, সপ্তম-১৯৯৩ এবং এয়োদশ- ২০০৫)
- সার্কের সদর দপ্তর-কাঠমান্ডু, নেপাল।
- সার্কের প্রথম মহাসচিব আবুল আহসান (বাংলাদেশ)।
- সার্কের বর্তমান মহাসচিব গোলাম সরওয়ার (১৩ জুলাই, ২০২৩ - বাংলাদেশ)।
- 'সার্ক' আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্র ঢাকাতে অবস্থিত।
- সার্কের ১৯তম শীর্ষ সম্মেলন পাকিস্তানে হওয়ার কথা।

২০. আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে কোনটি বাংলাদেশকে প্রথম স্বীকৃতি দেয়? *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. ইরাক খ. আলজেরিয়া
গ. সৌদি আরব ঘ. জর্ডান **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- ১৯৭২ সালের ৮ জুলাই, আরব রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ইরাক প্রথম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।
- ১৩ জুলাই, ১৯৭৩ সালে আলজেরিয়া বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানায়।
- ১৬ আগস্ট, ১৯৭৫ সালে সৌদি আরব বাংলাদেশকে স্বীকৃতি জানায়।
- ১৬ অক্টোবর, ১৯৭৩ সালে জর্ডান বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

২১. 'পিএলও' এর সদর দপ্তর- *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. তিউনিস খ. রামাল্লা
গ. বেনগাজি ঘ. মরক্কো **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- পিএলও- এর সদর দপ্তর রামাল্লায় অবস্থিত।
- PLO এর পূর্ণরূপ- Palestine Liberation Organization.
- পিএলও (PLO) গঠিত হয় ১৯৬৪ সালে।
- ১৯৭৪ সাল থেকে 'পিএলও' জাতিসংঘের পর্যবেক্ষকের মর্যাদা ভোগ করছে।
- ইয়াসির আরাফাত (১৯২৯-২০০৪) ছিলেন ফিলিস্তিনিদের অবিসংবাদিত নেতা।
- ইয়াসির আরাফাত ১৯৯৪ সালে শান্তিতে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।
- ১৪ মে, ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তানিদের মাতৃভূমিতে ইসরাইল রাষ্ট্রের জন্ম হয়।
- এ পর্যন্ত ৪টি আরব-ইসরাইল যুদ্ধ হয়েছে।

your success benchmark

- তিউনিসিয়ার রাজধানীর নাম তিউনিস।
- লিবিয়ার বিখ্যাত একটি শহর বেনগাজি।
- উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার একটি দেশ মরক্কো।

২২. জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব ছিলেন-*[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. উ থান্ট খ. ট্রিগভেলি

গ. দ্যাগ হ্যামারশোল্ড ঘ. কুর্ট ওয়াল্ডহেইম **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব ছিলেন ট্রিগভেলি (নরওয়ে)।
- দ্যাগ হ্যামারশোল্ড (সুইডেন) জাতিসংঘের দ্বিতীয় মহাসচিব ছিলেন।
- তিনি ১৯৬১ সালে বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান এবং একই বছর মরণোত্তর নোবেল পুরস্কার পান।
- উ থান্ট (মিয়ানমার) ছিলেন জাতিসংঘের তৃতীয় মহাসচিব।
- তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মহাসচিব ছিলেন।
- কুর্ট ওয়ার্ডহেইম (অস্ট্রিয়া) ছিলেন জাতিসংঘের চতুর্থ মহাসচিব।
- জাতিসংঘের বর্তমান মহাসচিব অ্যান্টেনিও গুতেরেস (নবম-পর্তুগাল)।
- ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা হয়।
- বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালে ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ১৩৬ জন সদস্য হয়।

২৩. নিরাপত্তা পরিষদের এশীয় আসনে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দী ছিল- *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. ফিলিপাইন খ. জাপান

গ. ইন্দোনেশিয়া ঘ. থাইল্যান্ড **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- ১৯৭৮ নিরাপত্তা পরিষদের এশীয় আসনে বাংলাদেশের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল জাপান।
- সেই বাংলাদেশ জাপানকে পরাজিত করে জয়লাভ করে।
- ২০০০-২০০১ সালের জন্য বাংলাদেশ বিনা ভোটে জয়ী (প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল না) হয়।
- নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য পাঁচটি। যথা- যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, চীন ও ফ্রান্স।
- স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র ভেটো দিতে পারে।
- নিরাপত্তা পরিষদের সুপারিশক্রমে জাতিসংঘের নতুন সদস্য গ্রহণ করা হয়।
- ১৯৬৫ সালের পূর্বে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ১১টি দেশ।

২৪. সাধারণ পরিষদের নিয়মিত অধিবেশন শুরু হয়- *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার

খ. সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম সোমবার

গ. সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয় মঙ্গলবার

ঘ. সেপ্টেম্বর মাসের চতুর্থ মঙ্গলবার **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের নিয়মিত অধিবেশন শুরু হয় সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবার।
- সাধারণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৪৬ সালের ১০ জানুয়ারি, লন্ডনের সেন্ট্রাল হল ওয়েস্ট মিনিস্টারে।
- সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে প্রতিটি সদস্য দেশ সর্বোচ্চ পাঁচজন সদস্য পাঠাতে পারে।
- জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য রাষ্ট্র ১৯৩ টি।
- জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ২৯তম অধিবেশনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর বাংলায় ভাষণ দেন।
- ১৯৮৬ সালে সাধারণ পরিষদের ৪১ তম অধিবেশনে বাংলাদেশের হুমায়ূন রশীদ চৌধুরী সভাপতি নির্বাচিত হন (বাংলাদেশ থেকে প্রথম)।

২৫. জাতিসংঘের বর্তমান সদস্য সংখ্যা কত?*[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. ১৫৬ খ. ১৫৭

গ. ১৫৮ ঘ. ১৯৩ **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- বর্তমানে জাতিসংঘের সদস্য সংখ্যা ১৯৩টি দেশ।
- সর্বশেষ সদস্য দক্ষিণ সুদান (সদস্য লাভ ১৪ জুলাই, ২০১১)
- বাংলাদেশ জাতিসংঘের ১৩৬ তম সদস্য (১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪)।
- ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকোতে ৫০টি দেশ জাতিসংঘের মূল সনদে স্বাক্ষর করে।
- ১৯৪৫ সালের ১৫ অক্টোবর পোল্যান্ড ৫১ তম দেশ হিসেবে জাতিসংঘের মূল সনদে স্বাক্ষর করে।
- ২৪ অক্টোবর, ১৯৪৫ সাল থেকে জাতিসংঘ সনদ কার্যকর হয়।
- প্রতিবছর ২৪ অক্টোবর 'জাতিসংঘ' দিবস পালন করা হয়।

Biddabari your success benchmark

২৬. ইসলামি সম্মেলন সংস্থার সচিবালয় কোথায়? *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. তেহরান খ. জেদ্দা
গ. কায়রো ঘ. রিয়াদ **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- ইসলামি সম্মেলন সংস্থার সচিবালয় সৌদি আরবের জেদ্দায় অবস্থিত।
- Organisation of Islamic Cooperation (OIC) গঠিত হয় ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ সালে।
- ইসলামি সম্মেলন সংস্থার বর্তমান নাম ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা।
- OIC – এর বর্তমান সদস্য দেশ ৫৭টি।
- ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭৪ সালে OIC এর দ্বিতীয় শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশ সদস্য পদ লাভ করে।
- OIC এর বর্তমান ১২তম মহাসচিব হুসেইন ইব্রাহিম তাহা (চাঁদ)।

২৭. যে দেশ 'এসডিআই' প্রতিরক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে- *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. ব্রিটেন খ. ফ্রান্স
গ. যুক্তরাষ্ট্র ঘ. রাশিয়া **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ১৯৮৩ সালে 'এসডিআই' প্রতিরক্ষা কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল।
- SDI (Strategic Defense Initiative) এর উদ্যোগ নেয় প্রেসিডেন্ট রোন্যাল্ড রিগ্যান।
- মার্কিন সিনেটর অ্যাডওয়ার্ড কেনেডি একে তারকা যুদ্ধ (Star war) উপাধি দেন।

২৮. ব্রিটেনের প্রশাসনিক সদর দপ্তরকে বলা হয়- *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবে
খ. হোয়াইট হল
গ. মার্বেল চার্চ
ঘ. বুশ হাউজ **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- ব্রিটেনের প্রশাসনিক সদর দপ্তরকে বলা হয় হোয়াইট হল।
- হোয়াইট হল লন্ডন শহরে অবস্থিত।
- রাজা-রাণীদের বাসভবনও বটে।
- বিখ্যাত ব্রিটিশ নাগরিকদের সমাধিস্থল ওয়েস্টমিনিস্টার অ্যাবে।
- বিবিসির সাবেক প্রধান কার্যালয় বুশ হাউজ।

২৯. দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মানি আত্মসমর্পণ করে- *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. ১৯৪২ সালের নভেম্বর মাসে
খ. ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারি
গ. ১৯৪৫ সালের মে মাসে
ঘ. ১৯৪৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- ৮ মে, ১৯৪৫ জার্মান বাহিনী মিত্র বাহিনীর কাছে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে।
- হিটলারের বিখ্যাত উক্তি- 'যুদ্ধই জীবন, যুদ্ধই সর্বজনীন'।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় ১ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯ এবং শেষ হয় ২ সেপ্টেম্বর, ১৯৪৫।
- ফিল্ড মার্শাল রোমেল 'ডেজার্ট ফক্স' নামে পরিচিত ছিল।
- জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করে ৭ ডিসেম্বর, ১৯৪১।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে অক্ষশক্তি - জার্মানি, জাপান, ইতালি, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া।
- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তি - যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, চীন, ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ব্রাজিল প্রভৃতি দেশ।

৩০. কঙ্গোকে বিদেশি শাসন থেকে মুক্ত করার লড়াইয়ে চিরস্থায়ী নাম- *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. কাশাভুবু খ. প্যাট্রিক লুমুম্বা
গ. শোম্বে ঘ. মবুতু **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- কঙ্গোকে বিদেশি শাসন থেকে মুক্ত করার লড়াইয়ে চিরস্থায়ী নাম প্যাট্রিক লুমুম্বা।
- ১৮৮৫-১৯৬০ সাল পর্যন্ত কঙ্গো বেলজিয়ামের উপনিবেশ ছিল।
- ১৯৬০ সালে কঙ্গো স্বাধীনতা লাভ করে।
- প্যাট্রিক লুমুম্বা ১৯৬০ সালে কঙ্গোর প্রধানমন্ত্রী হন।

৩১. হিরোশিমায় এটম বোমা ফেলা হয়েছিল- *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে
খ. ১৯৪৫ সালের মে মাসে
গ. ১৯৪৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে
ঘ. ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- জাপানের হিরোসীমায় এটম বোমা ফেলা হয়েছিল ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট।
- হিরোসীমায় ফেলা বোমার নাম ছিল 'লিটলবয়'।

- নাগাসাকিতে এটম বোমা ফেলা হয় ৯ আগস্ট, ১৯৪৫।
- নাগাসাকিতে ফেলা বোমার নাম 'ক্যাটম্যান'।
- জাপানে এটম বোমা নিক্ষেপের নির্দেশ দেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট হেনরি এস ট্রুম্যান।
- জাপানের নাগাসাকিতে অবস্থিত 'স্টাচু অব পিস' (Statue of peace)।
- এটম বোমার জনক ওপেন হাইমার।

৩২. 'আইএমএফ' এর সদর দপ্তর কোথায়? *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. ওয়াশিংটন খ. মস্কো
গ. লন্ডন ঘ. নিউইয়র্ক **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'আইএমএফ (IMF) এর সদরদপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনে অবস্থিত।
- IMF- এর পূর্ণরূপ International Monetary Fund; যা গঠিত হয় ১৯৪৪ সালে।
- IMF- এর কার্যক্রম চালু হয়- ১ মার্চ, ১৯৪৭।
- IMF- এর বর্তমান সদস্য দেশ ১৯০টি।
- বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের ১০ মে IMF- এর সদস্য নয়।
- ব্রেটন উডস সম্মেলন চলে ১৯৪৪ সালের ১-২২ জুলাই পর্যন্ত।

৩৩. নিকারাগুয়ার যে বিদ্রোহীরা যুক্তরাষ্ট্র সমর্থনপুষ্ট তার নাম- *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. ইউনিটা খ. সান্ডিনিষ্টা
গ. কন্ট্রা ঘ. সোয়াপো **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- যুক্তরাষ্ট্র মধ্য আমেরিকার দেশ নিকারাগুয়ার বিদ্রোহীগোষ্ঠী কন্ট্রাকে সমর্থন দেন।
- কন্ট্রা বিদ্রোহীদের দাবির মুখে তৎকালীন সরকার ১৯৯০ সালে নির্বাচনের আয়োজন করে।
- ইউনিটা গেরিলা সংগঠন অ্যাঙ্গোলার।
- ১৯৭৯ সালে নিকারাগুয়ায় বিপ্লবী বামপন্থী সান্ডিনিষ্টা সরকার গঠিত হয়।

৩৪. 'ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান' কোন দেশে অবস্থিত? *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. ইরান খ. ইরাক
গ. মিশর ঘ. সিরিয়া **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- 'ব্যাবিলনের ঝুলন্ত উদ্যান' ইরাকে অবস্থিত।
- ক্যালডীয় সভ্যতার সম্রাট নেবুচাদনেজার সম্রাজ্ঞীর মনোরঞ্জনের জন্য 'ব্যবিলনের শূণ্য বা ঝুলন্ত উদ্যান' তৈরি করেন।
- মেসোপটেমিয়ার বর্তমান নাম ইরাক।
- ইরানের প্রাচীন নাম পারস্য।
- মিশর পিরামিডের জন্য বিখ্যাত।
- মিশরকে নীলনদের দান বলা হয়।

৩৫. ইতিহাস বিখ্যাত ট্রয় নগরী কোথায়? *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. গ্রিসে খ. ইটালিতে
গ. তুরস্কে ঘ. স্পেনে **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ঐতিহাসিক ট্রয় নগরী তুরস্কে অবস্থিত।
- মহাকবি হোমার রচিত মহাকাব্য 'ইলিয়াড'- তে ট্রয় নগরীর ইতিহাস আছে।
- সুন্দরী হেলেনকে কেন্দ্র করে মহাবীর হেক্টর ও ট্রয় নগরীর মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

৩৬. নবায়নযোগ্য শক্তি উৎসের একটি উদাহরণ হলো- *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. পারমাণবিক জ্বালানি খ. পীট কয়লা
গ. ফুয়েল সেল ঘ. সূর্য **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- নবায়নযোগ্য শক্তি উৎসের প্রধান উৎস সূর্য।
- নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস: নবায়নযোগ্য শক্তি হলো এমন শক্তির উৎস যা কম সময়ের ব্যবধানে বার বার ব্যবহার করা যায় এবং শক্তির উৎস শেষ হয়ে যায় না তাকে নবায়নযোগ্য শক্তি বলে।
- নবায়নযোগ্য শক্তির উৎসগুলোর নাম: সৌরশক্তি, বায়োগ্যাস, বায়ুপ্রবাহ, পানি, সমুদ্রস্রোত, পানির জোয়ার-ভাটা, হাইড্রোজেন শক্তি ইত্যাদি।
- অন্যদিকে, পারমানবিক জ্বালানি, পীট কয়লা, ফুয়েল সেল হলো অনবায়নযোগ্য শক্তির উৎস।
- এসব শক্তির উৎস ব্যবহারের সাথে সাথে মজুদ কমতে থাকে, বার বার ব্যবহার করা যায় না।

৩৭. প্রেসার কুকারে রান্না তাড়াতাড়ি হয়, কারণ- *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. রান্নার জন্য শুধু তাপ নয় চাপও কাজে লাগে
খ. বদ্ধ পাত্রে তাপ সংরক্ষিত হয়
গ. উচ্চ চাপে তরলের স্ফুটনাংক বৃদ্ধি পায়
ঘ. সঞ্চিত বাষ্পের তাপ রান্নার সহায়ক **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- উচ্চ চাপে তরলের স্ফুটনাংক বৃদ্ধি পেয়ে প্রেসার কুকারে রান্না তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয়।
- সাধারন তাপমাত্রা ও চাপে তরলের (পানির) স্ফুটনাংক ১০০°C।

iddabari your success benchmark

- প্রেসার কুকারে বাষ্পের বহির্গমন নিয়ন্ত্রন করে, এর অভ্যন্তরীন চাপ বৃদ্ধি করা যায়।
- চাপ বৃদ্ধির ফলে এর ভেতরে থাকা পানির স্ফুটনাংক ১০০°C থেকে ১৩০°C এ পৌছায়। এ কারনে পানি উচ্চ তাপমাত্রায় ফোটে।
- ফলে প্রেসার কুকারে খাবার তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয় এবং রান্না হয়।

৩৮. যে তিনটি মূখ্য বর্ণের সমন্বয়ে অন্যান্য বর্ণ সৃষ্টি করা যায়, সেগুলো হলো- *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. লাল, হলুদ, নীল
খ. লাল, কমলা, বেগুনি
গ. হলুদ, সবুজ, নীল
ঘ. লাল, নীল, সবুজ **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- লাল, নীল, সবুজ- এই ৩টি রংকে মৌলিক রং বলা হয়।
- মৌলিক রং বা বর্ণ: যে সকল রং কে বিশ্লেষণ করা যায় না, অর্থাৎ যে সকল রং অন্য রংয়ের সমন্বয়ে তৈরি করা যায় না তাদের মৌলিক রং বলা হয়।
- প্রকৃতিতে প্রাপ্ত মৌলিক রং ৩টি-লাল, নীল, সবুজ।
- মৌলিক রংয়ের অপর নাম প্রাথমিক রং বা বর্ণ।
- মৌলিক এক বা একাধিক রংকে বিভিন্ন অনুপাতে মিশিয়ে বিভিন্ন রং তৈরি করা যায়। যেমন"
  * হলুদ+নীল = সবুজ
  * লাল+নীল = বেগুনি
  * লাল+হলুদ = কমলা

৩৯. ভৌগোলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি কাল্পনিক রেখা বাংলাদেশের উপর দিয়ে গিয়েছে, সেটি হচ্ছে- *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. মূল মধ্যরেখা
খ. কর্কটক্রান্তি রেখা
গ. মকরক্রান্তি রেখা
ঘ. আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- ভৌগোলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি কাল্পনিক রেখা বাংলাদেশের উপর দিয়ে গিয়েছে, তার নাম কর্কটক্রান্তি রেখা।
- কর্কটক্রান্তি রেখা: বাংলাদেশের প্রায় মধ্যভাগ দিয়ে এই রেখা চলে গিয়েছে।
- নিরক্ষরেখার ২৩.৫° উত্তর অক্ষাংশকে কর্কটক্রান্তি রেখা বলে।
- অন্যদিকে, লন্ডনের গ্রিনিচ মান মন্দিরের ওপর দিয়ে যে মধ্যরেখা অতিক্রম করেছে, তাকে মূল মধ্যরেখা বলে, এর মান ০°।
- নিরক্ষরেখার ২৩.৫° দক্ষিণ অক্ষাংশকে মকরক্রান্তি রেখা বলে।
- ১৮০° দ্রাঘিমাংশ বরাবর কাল্পনিক রেখাকে আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা বলা হয়।

৪০. মাছ অক্সিজেন নেয়- *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. মাঝে মাঝে পানির উপর নাক তুলে
খ. পানিতে অক্সিজেন ও হাইড্রোজেন বিশ্লিষ্ট করে
গ. পটকার মধ্যে জমানো বাতাস হতে
ঘ. পানির মধ্যে দ্রবীভূত বাতাস হতে **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- মাছ পানির মধ্যে দ্রবীভূত বাতাস হতে অক্সিজেন নেয়।
- অধিকাংশ মাছই ফুলকার সাহায্যে শ্বাসকার্য চালায়।
- শ্বাস নেওয়ার জন্য মাছ মুখে পানি গ্রহণ করে, এ সময় পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন রক্তে সংমিশ্রিত হয়ে পুরো শরীরে সঞ্চালিত হয়।
- উল্লেখ্য, মাছের হৃদপিন্ডের মধ্যদিয়ে অক্সিজেনযুক্ত রক্ত সঞ্চালিত হয় না।

৪১. কঁচুশাক মূল্যবান যে উপাদানের জন্য তা হলো- *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. ভিটামিন এ খ. ভিটামিন সি
গ. লৌহ ঘ. ক্যালসিয়াম **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- কঁচুশাকে রয়েছে লৌহ, ভিটামিন এ, ক্যালসিয়াম অক্সালেট, অন্যান্য ভিটামিন ও খনিজ পদার্থ।
- তবে কঁচুশাকে লৌহের পরিমান অত্যাধিক।
- মানবদেহের জন্য প্রয়োজনীয় লৌহের ঘাটতি মেটাতে কঁচুশাকে অবদান অনস্বীকার্য।
- এছাড়াও, গাজরে সবচেয়ে বেশি ভিটামিন এ পাওয়া যায়।
- পেয়ারা, আমলকি, লেবু, মাল্টা জাতীয় ফলে সবচেয়ে বেশি ভিটামিন সি পাওয়া যায়।
- সুষম খাবার যেমন দুধ, পনির, মাছ, সয়াবিন এ ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়।

৪২. সাধারণ ড্রাইসেলে ইলেকট্রোড হিসেবে থাকে- *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. তামার দন্ড ও দস্তার দন্ড
খ. তামার পাত ও দস্তার পাত
গ. কার্বন দন্ড ও দস্তার কৌটা
ঘ. তামার দন্ড ও দস্তার কৌটা **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- সাধারণ ড্রাইসেলে ইলেক্ট্রোড হিসাবে কার্বন দন্ড ও দস্তার কৌটা থাকে।
- ড্রাইসেল বা শুষ্ককোষ: ড্রাইসেল হলো এক ধরনের বৈদ্যুতিক ব্যাটারি যা একবার ডিসচার্জ হয়ে গেলে পুনরায় চার্জ দেয়া যায় না।
- শুষ্ক ইলেক্ট্রোলাইট ব্যবহৃত হয় বলে একে ড্রাইসেল বা শুষ্ক কোষ বলা হয়।
- ড্রাই সেলের প্রধান উপাদান হলো অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড এর পেস্ট, কার্বন দন্ড, দস্তার তৈরি চৌঙ্গাকৃতির কৌটা, ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড।
- এই কোষে ইলেক্ট্রোড হিসাবে দস্তার কৌটা বা চোঙের মধ্যস্থলে একটি কার্বন দন্ড বসানো থাকে।
- দস্তার কৌটা ঋনাত্মক মেরু এবং কার্বন দন্ড ধনাত্মক মেরু হিসাবে ব্যবহৃত হয়।
- ম্যাঙ্গানিজ ডাই অক্সাইড পোলারন নিবারক হিসাবে কাজ করে।
- ড্রাইসেলের কয়েকটি ব্যবহার: টর্চ লাইট, ট্রানজিস্টর, ক্যালকুলেটর, সাইকেলের আলো জ্বালানোসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই ড্রাইসেলের বহুল ব্যবহার রয়েছে।

৪৩. দূরের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হতে বিদ্যুৎ নিয়ে আসতে হলে হাইভোল্টেজ ব্যবহার করার কারণ-*[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. এতে বিদ্যুৎ এর অপচয় কম হয়
খ. পথে কমে গিয়েও প্রয়োজনীয় ভোল্টেজ বজায় থাকে
গ. অধিক বিদ্যুৎ প্রবাহ পাওয়া যায়
ঘ. প্রয়োজনমত ভোল্টেজ কমিয়ে ব্যবহার করা যায় **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- বিদ্যুৎ পরিবহনের ক্ষেত্রে, বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে দূরে বিদ্যুৎ পাঠাতে বিদ্যুৎ প্রবাহে বাধার সৃষ্টি হয়।
- ফলে দূরুত্ব যত বেশি হয়, অপচয় ও তত বেশি হয়।
- এ সমস্যা সমাধানের জন্য হাইভোল্টেজ ব্যবহার করা হয়।
- এই ক্ষেত্রে, নিম্ন বা কম ভোল্টেজ কে উচ্চ ভোল্টেজ বা হাই ভোল্টেজ এ পরিবর্তন করতে ট্রান্সফরমার ব্যবহার করা হয়।

৪৪. সংকর ধাতু পিতলের উপাদান হলো-*[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. তামা ও টিন খ. তামা ও দস্তা
গ. তামা ও নিকেল ঘ. তামা ও সীসা **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- পিতল একটি সংকর ধাতু। এর মূল উপাদান তামা ও দস্তা।
- এতে তামা ও দস্তার পরিমাণ যথাক্রমে ৬৫% ও ৩৫%।
- তামা ও টিন হলো ব্রোঞ্জ বা কাঁসার উপাদান।
- গ) ও ঘ) অপশনে উল্লিখিত উপাদানের মিশ্রণে তৈরিকৃত কোন সংকর ধাতু নেই।

৪৫. আমাদের দেহকোষ রক্ত হতে গ্রহণ করে-*[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. অক্সিজেন ও গ্লুকোজ
খ. অক্সিজেন ও রক্তের আমিষ
গ. ইউরিয়া ও গ্লুকোজ
ঘ. অ্যামাইনো এসিড ও কার্বন ডাই অক্সাইড **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- আমাদের দেহকোষ রক্ত হতে গ্রহণ করে অক্সিজেন ও গ্লুকোজ ।
- রক্ত: রক্ত হলো তরল যোজক কলা বা টিস্যু। রক্তে থাকে রক্তরস (৫৫%) এবং রক্তকনিকা (৪৫%)।
- রক্তের হিমোগ্লোবিন অক্সিজেনযুক্ত ফুসফুস থেকে কোষে এবং কার্বন ডাই অক্সাইডকে কোষ থেকে ফুসফুসে নিয়ে যায়।
- রক্ত গ্লুকোজ বহন করে দেহের সকল সজীব কোষে পরিবহন করে।
- বিভিন্ন বিপাক ক্রিয়ার মাধ্যমে গ্লুকোজ থেকে শক্তি উৎপন্ন হয়।
- উল্লেখ্য, রক্ত থেকে দেহকোষ গ্রহন করে: অক্সিজেন, খাদ্যসার (গ্লুকোজ, অ্যামাইনো এসিড, ফ্যাটি এসিড) দেহকোষ থেকে রক্ত গ্রহণ করে: বর্জ পদার্থ (CO_2, ইউরিয়া, ইউরিক এসিড ইত্যাদি)।

৪৬. পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফলে আমরা ছিটকে পড়ি না- *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. মহাকর্ষ বলের জন্য
খ. মাধ্যাকর্ষণ বলের জন্য
গ. আমরা স্থির থাকার জন্য
ঘ. পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের আবর্তনের জন্য **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- মাধ্যাকর্ষণ বলের জন্য পৃথিবীর ঘূর্ননের ফলে আমরা ছিটকে পড়ি না।
- মাধ্যাকর্ষন বল: পৃথিবী কর্তৃক যে কোনো বস্তুর আকর্ষন বলকে মাধ্যাকর্ষন বল বলে।
- মাধ্যাকর্ষন বলের প্রভাবে পৃথিবী সবকিছুকেই তার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষন করে।

- এই বলের প্রভাবে পৃথিবীর ঘূর্ননের ফলে এর পৃষ্ঠের কোনো বস্তু মহাশূন্যে ছিটকে পড়ে না।
- অন্যদিকে, মহাকর্ষ: মহাবিশ্বের যে কোনো দুটি বস্তুর মধ্যে যে আকর্ষন তাকে মহাকর্ষ বলে।
- সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে যে আকর্ষন তা মহাকর্ষ।

৪৭. নিচের কোনটি জীবাশ্ম জ্বালানি নয়? *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. পেট্রোলিয়াম খ. কয়লা

গ. প্রাকৃতিক গ্যাস ঘ. বায়োগ্যাস **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- বায়োগ্যাস জীবাশ্ম জ্বালানি নয়।
- জীবাশ্ম জ্বালানি: গাছপালা, জীবজন্তু বা প্রাণিদেহের মৃতদেহ কোটি কোটি বছর বিভিন্ন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারনে মাটিচাপা পড়ে কঠিন, তরল আকারে খনিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকে।
- এগুলো পেট্রোলিয়াম, কয়লা বা প্রাকৃতিক গ্যাস হিসাবে ভূ-অভ্যন্তরে অবস্থান করে। এদেরকে জীবাশ্ম জ্বালানি বলে।
- জীবাশ্ম জ্বালানিগুলো অনবায়নযোগ্য।
- অন্যদিকে, বায়োগ্যাস জীবাশ্ম জ্বালানি নয়।
- এই গ্যাস কৃত্রিম উপায়ে তৈরি, এর কাঁচামাল সহজলভ্য এবং পুনরায় উৎপাদন করা যায়।

৪৮. বৈদ্যুতিক মটর এমন একটি যন্ত্রকৌশল যা- *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. তাপ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে

খ. তাপ শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে

গ. যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে

ঘ. তড়িৎ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে

উত্তর: ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- বৈদ্যুতিক মটরে তড়িৎ শক্তিতে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়।
- বৈদ্যুতিক মটর: যে তড়িৎ যন্ত্র তড়িৎ শক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে তাকে বৈদ্যুতিক মটর বলে।
- বৈদ্যুতিক পাখা, পাম্প, রোলিং মিল ইত্যাদিতে বৈদ্যুতিক মটর ব্যবহৃত হয়।
- অপরদিকে, তাপশক্তিকে যান্ত্রিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে তাপীয় ইঞ্জিন।
- যান্ত্রিক শক্তিকে তড়িৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করে ডায়নামো বা জেনারেটর।

৪৯. যে বায়ু সর্বদাই উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয় তাকে বলা হয়- *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. আয়ন বায়ু খ. প্রত্যয়ন বায়ু

গ. মৌসুমী বায়ু ঘ. নিয়ত বায়ু **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- যে বায়ু সর্বদাই উচ্চচাপ অঞ্চল থেকে নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে প্রবাহিত হয়।
- নিয়ত বায়ু পৃথিবীর চাপ বলয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।
- নিয়ত বায়ু ৩ প্রকার। যথা: অয়ন বায়ু, পশ্চিমা বায়ু এবং মেরু বায়ু।

৫০. জলজ উদ্ভিদ সহজে ভাসতে পারে, কারণ- *[১০ম বিসিএস-১৯৮৯]*

ক. এরা অনেক ছোট হয়

খ. এদের কান্ডে অনেক বায়ু কুঠুরি থাকে

গ. এরা পানিতে জন্মে

ঘ. এদের পাতা অনেক কম থাকে **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- জলজ উদ্ভিদের কান্ডে অনেক বায়ু কুঠুরি থাকায়, এরা সহজে পানিতে ভাসতে পারে।
- জলজ উদ্ভিদের সম্পূর্ণ দেহ পানির সংস্পর্শে থাকে, ফলে এর কান্ড ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খুব নরম হয়, যা পানির স্রোত এবং জলজ প্রাণীর চলাচলের জন্য উপযোগী।
- কয়েকটি জলজ উদ্ভিদের নাম: কচুরিপানা, শাপলা, পদ্ম, ক্ষুদিপানা, মালঞ্চ, সারগাম ইত্যাদি।

খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)- সাধারণ জ্ঞান

১. ASIAN দেশ নয় কোন দেশটি? *[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. নেপাল

খ. থাইল্যান্ড

গ. ক্রোয়েশিয়া

ঘ. ফিলিপাইন **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- ক্রোয়েশিয়া দক্ষিণপূর্ব ইউরোপের একটি দেশ আর বাকি দেশগুলো এশিয়া মহাদেশভুক্ত।
- অন্যদিকে নেপাল দক্ষিণ এশিয়ার স্থলবেষ্টিত দেশ, থাইল্যান্ড ও ফিলিপাইন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার আসিয়ানভুক্ত দেশ।

- সুতরাং ক্রোয়েশিয়া Asian †দশ নয়।
- ক্রোয়েশিয়া একটি বলকান দেশ।
- এর রাজধানী জাগরেব।
- দেশটির আইনসভা: সাবুর।
- ক্রোয়েশিয়া ১৯৯১ সালের ২৫ জুন প্রাক্তন ইউগোস্লাভিয়া থেকে স্বাধীনতা লাভ করে।
- দেশটি ১৯৯২ সালে জাতিসংঘে এবং ২০১৩ সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নে যোগ দেয়।
- ক্রোয়েশিয়া ১লা জানুয়ারি ২০২৩ সালে ইউরো মুদ্রা গ্রহণকারী ২০তম দেশ হিসেবে অভিজাত ইউরো ক্লাবে যোগ দেয় (পূর্বমুদ্রা কুনা)।
- ক্রোয়েশিয়া ২৭ তম দেশ হিসেবে ইউরোপের পাসপোর্টমুক্ত সেনজেন অঞ্চলে প্রবেশ করে ২০২৩ সালে।

২. **২০২১ অর্থবছরে মোট রাজস্ব আয়ের লক্ষ্যমাত্রা কত নির্ধারণ করা হয়?** *[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. দুই লাখ আটানব্বই হাজার কোটি টাকা
খ. ছয় লাখ তিন হাজার ছয়শত একাশি কোটি টাকা
গ. তিন লাখ উননব্বই হাজার কোটি টাকা
ঘ. তিন লাখ ত্রিশ হাজার কোটি টাকা **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

৩. **FTP stands for?** *[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. File Text Protocol
খ. File Transfer Protocol
গ. Folder Transfer Protocol
ঘ. File Transfer Process **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- FTP এর Full Transfer Protocol.
- FTP নেটওয়ার্ক ফাইল আদান প্রদানের একটি জনপ্রিয় ও বহুল প্রচলিত পদ্ধতি।
- এতে কমপক্ষে দুটি কম্পিউটারের প্রয়োজন হয়।
- একটি ক্লায়েন্ট (Client) ও অন্যটি সার্ভার (Server)।
- কিছু কমন FTP প্রোগ্রাম হল 'Fetch' যা Mac অপারেটিং সিস্টেমে কাজ করে।
- ওয়েব ব্রাউজার বা উইন্ডোজ এক্সপ্লোরার ব্যবহার করে FTP server এ প্রবেশ করা যায়।
- তবে জনপ্রিয় পদ্ধতি হল FTP Client যেমন FileZilla ব্যবহার করা।
- বেশিরভাগ FTP server এ কোন ইউজার নেম বা পাসওয়ার্ড লাগে না লগ ইন করার জন্য।
- অন্য সার্ভারগুলোতে নির্দিষ্ট ইউজার নেম ও পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে প্রবেশ করতে হয়।

৪. **'একাডেমি অব সায়েন্স' কোন দেশের বিখ্যাত লাইব্রেরি?** *[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. যুক্তরাজ্য খ. ফ্রান্স
গ. রাশিয়া ঘ. জার্মানি **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- 'একাডেমি অব সাইন্স' হলো রাশিয়ার বিখ্যাত লাইব্রেরি।
- লাইব্রেরিটি ১৭১৪ সালে সেন্টপিটার্সবার্গে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- তবে রাশিয়ান স্টেট লাইব্রেরী (মস্কো) হলো রাশিয়ার জাতীয় গ্রন্থাগার।
- অন্যদিকে ব্রিটিশ লাইব্রেরী হলো যুক্তরাজ্যের জাতীয় গ্রন্থাগার। লাইব্রেরীটি ১৭৫৩ সালে লন্ডনে স্থাপিত হয়।
- ডিউচে ন্যাশনাল বিবলিওথেক হলো জার্মানির জাতীয় গ্রন্থাগার। এটি স্থাপিত হয়েছিল ১৯১২ সালে।
- আর আমেরিকান লাইব্রেরী অব কংগ্রেস হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় লাইব্রেরী যেটি ওয়াশিংটন ডি.সি.তে অবস্থিত।

৫. **বাংলাদেশের সংসদীয় ব্যবস্থা সংবিধানের কোন সংশোধনীর মাধ্যমে পুনঃপ্রবর্তিত হয়?** *[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. একাদশ খ. অষ্টম
গ. নবম ঘ. দ্বাদশ **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- সংবিধানের দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয় ৬ আগস্ট, ১৯৯১।
- এই সংশোধনীকে চতুর্থ সংশোধনীর বিপরীত সংশোধনী বলা হয় কারণ চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল।
- ১৯১১ সালে দ্বাদশ সংশোধনীর মাধ্যমে, রাষ্ট্রপতিকে রাষ্ট্রপ্রধান রেখে সকল নির্বাহী ক্ষমতা মন্ত্রীপরিষদের উপর ন্যস্ত করা হয়।
- অপরদিকে, সংবিধানের গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য সংশোধনীর প্রধান বিষয়বস্তু হলো:

সংশোধনী বিষয়বস্তু:

* প্রথম (১৯৭৩) যুদ্ধাপরাধীদের বিচার নিশ্চিতকরণ।
* দ্বিতীয় (১৯৭৩) অভ্যন্তরীন গোলযোগ বা বহিরাক্রমনে দেশের নিরাপত্তা বাধাগ্রস্থ হলো জরুরি অবস্থা ঘোষণা
* তৃতীয় (১৯৭৪) ভারতের সাথে সীমান্ত চুক্তি এবং ভারতকে রেরুবাড়ি হস্তান্তর
* চতুর্থ (১৯৭৫) রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার ব্যবস্থার প্রবর্তন
* অষ্টম (১৯৮৮) রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম চালু এবং ঢাকার বাইরে হাইকোর্টের বেঞ্চ স্থাপন।
* দ্বাদশ (১৯৯১) সংসদীয় ব্যবস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠা
* এয়োদশ (১৯৯৬) নিরপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক।
* পঞ্চদশ (২০১১) বাহাত্তরের সংবিধানের অনেক বিষয় পুনঃপ্রবর্তন
* সপ্তদশ (২০১৮) সংরক্ষিত নারী আসন ২৫ বছরের জন্য বৃদ্ধি।

৬. বঙ্গোপসাগর ও জাভা সাগরকে সংযুক্ত করেছে কোনটি? *[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. সুন্দা প্রণালি খ. মালাক্কা প্রণালি
গ. মেলিনা প্রণালি ঘ. বেরিং প্রণালি **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- মালাক্কা প্রণালী বঙ্গোপসাগর ও জাভা সাগরকে সংযুক্ত করেছে।
- এ প্রণালী মালয়েশিয়া ও সুমাত্রাকে বিভক্ত করেছে।
- মালয় উপদ্বীপের পেনাং (প্রাক্তন জর্জটাউন), পোর্ট সোয়েটেনহাম ও মালাক্কা, এবং সুমাত্রা দ্বীপের বেলাওয়ান বন্দর ও প্রণালীতে অবস্থিত।
- অন্যদিকে সুন্দা প্রণালী জাভা সাগর ও ভারত মহাসাগরকে যুক্ত করেছে এবং জাভা ও সুমাত্রা দ্বীপকে পৃথক করেছে।
- মেসিনা প্রণালী টিরহেনিয়ান সাগর ও আইওয়ান সাগরকে যুক্ত করেছে।
- বেরিং প্রণালী এশিয়া ও উত্তর আমেরিকা মহাদেশ দুইটিকে পৃথক করেছে এবং প্রণালীটি বেরিং সাগর ও উত্তর সাগরকে যুক্ত করেছে।

৭. 'Blue Economy' †কান বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত? *[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. সমুদ্র অর্থনীতি খ. সবুজ বিপ্লব
গ. বিশ্বায়ন ঘ. নীল চাষ **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- সুনীল অর্থনীতি বা ব্লু-ইকোনমি হচ্ছে সমুদ্র সম্পদ নির্ভর অর্থনীতি।
- অধ্যাপক গান্টার পাউলি ব্লু-ইকোনমি ধারণার জনক।
- ২০১২ সালে অনুষ্ঠিত টেকসই উন্নয়ন ও ধরিত্রী (Rio+20) সম্মেলনে প্রথম ব্লু-ইকোনমি ধারণাটি উঠে আসে।
- সামুদ্রিক মাছ, শৈবাল, খনিজ সম্পদ সুনীল অর্থনীতির অর্ন্তভুক্ত।
- বিশ্ব জিডিপিতে ব্লু-ইকোনমির অবদান ৭০ ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলার।
- অন্যদিকে গ্রিন ইকোনমি সবুজ বিপ্লবের সাথে সম্পর্কিত।
- গ্লোবাল ভিলেজ বিশ্বায়নের সাথে সম্পর্কিত।
- নীল বিদ্রোহ নীল চাষের সাথে সম্পর্কিত।

৮. সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে সাক্ষরতার হারে শীর্ষ দেশ কোনটি? *[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. মালদ্বীপ খ. মালয়েশিয়া
গ. নেপাল ঘ. শ্রীলংকা **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- সার্কভুক্ত দেশগুলোর মধ্যে 'মালদ্বীপের' ৯৯% সাক্ষরতার হার সবচেয়ে বেশি।
- সাক্ষরতার হারের দিক থেকে এর পরের অবস্থানে রয়েছে শ্রীলংকা (৯৮.১%)
- আর নেপালের সাক্ষরতার হার ৬৫.৩৪% বা ৬৬%
- মালয়েশিয়া সার্কভুক্ত দেশ নয়।
- উল্লেখ্য যে সার্ক (দক্ষিণ এশিয়ার একটি আঞ্চলিক সংস্থা) ৮ ডিসেম্বর ১৯৮৫ সালে ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।
- প্রতিষ্ঠার সময় এর সদস্য ছিল ৭টি দেশ এবং এর সচিবালয় কাঠমান্ডু (নেপাল)
- আফগানিস্তান এপ্রিল ২০০৭ সালে সার্কের অষ্টম সদস্য রাষ্ট্র হিসেবে যোগদান করেন।

৯. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতিসংঘে বাংলায় ভাষণ দিয়েছিলেন কবে? *[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪
খ. ২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৩
গ. ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৭২
ঘ. ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৪ **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- বাংলাদেশ আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর ১৩৬ তম সদস্য হিসেবে জাতিসংঘের ২৯ তম অধিবেশনে সদস্যপদ লাভ করে।
- ১৯৭৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রথমবারের মতো বাংলায় ভাষণ প্রদান করেন।
- এই দিনটিকে নিউইয়র্ক স্টেট ২০১৯ সাল থেকে 'বাংলাদেশি ইমিগ্রেন্ট ডে' হিসেবে পালন করে আসছে।
- এর পূর্বে পাকিস্তানের প্ররোচনায় চীন বাংলাদেশের জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রাপ্তি রোধ করতে ভেটো প্রদান করে।
- ফলে ১৯৭২-১৯৭৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র ছিলো।
- জাতিসংঘের ২৯ তম অধিবেশনে বাংলাদেশের সাথে গ্রানাডা ও গিনি বিসাউ সদস্যপদ লাভ করে।
- এ সময় জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন কূর্ট ওয়াল্ডহেইম।

১০. বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন কোনটি? *[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. পদ্মা ভবন খ. বঙ্গভবন
গ. গণভবন ঘ. উত্তরা ভবন **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- গণভবন হলো বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন, যা ঢাকার শেরেবাংলা নগরে জাতীয় সংসদের পাশে অবস্থিত।
- অন্যদিকে বঙ্গভবন বাংলদেশের রাষ্ট্রপতির বাসভবন ও কার্যালয়। এটি দিলকুশা, ঢাকাতে অবস্থিত।
- ব্রিটিশ আমলে বঙ্গভবন মূলত ব্রিটিশ ভাইসরয় অফ ইন্ডিয়ার অস্থায়ী বাসস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল।
- ১৯৪৭ সালে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত স্থাপনাটি পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের বাসস্থান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।
- স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের জানুয়ারি ১২ তারিখে গভর্নর হাউসের নাম পরিবর্তন করে বঙ্গভবন করা হয়।
- আর পদ্মা ভবন হলো বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যা ঢাকার রমনাতে অবস্থিত।
- উত্তরা গণভবন (দিঘাপতিয়া রাজবাড়ি) বাংলাদেশের নাটোর শহরে অবস্থিত।
- বর্তমানে এটি উত্তরা গণভবন বা উত্তরাঞ্চলের গভর্মেন্ট হাউস নামে পরিচিত।
- ১৯৭২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দিঘাপতিয়া রাজবাড়ীকে উত্তরা গণভবন নামকরণ করেন।

১১. জাতিসংঘের স্থায়ী পর্যবেক্ষক দেশ কোনটি? *[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. ম্যাকাও খ. পূর্ব তিমুর
গ. প্যালেস্টাইন ঘ. মোনাকো **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- জাতিসংঘের স্থায়ী পর্যবেক্ষক দেশ হচ্ছে ২টি।
- একটি ভ্যাটিকান অন্যটি প্যালেস্টাইন।
- এ দেশ দুটি হচ্ছে জাতিসংঘের অ-সদস্য রাষ্ট্র, এরা সাধারণ পরিষদে ভোট দিতে পারেনা।
- অন্যদিকে ম্যাকাও চীনের অন্তর্ভুক্ত একটি অঞ্চল।
- পূর্ব তিমুর জাতিসংঘের ১৯১ তম দেশ হিসেবে ২০০২ সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে।
- মোনাকো ১৯৯৩ সালে জাতিসংঘের পূর্ণ সদস্যপদ পায়।
- এছাড়া জাতিসংঘের ১৯৩টি স্থায়ী সদস্য রয়েছে (২০২৩) পর্যন্ত।
- জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ দশটি অস্থায়ী এবং পাঁচটি স্থায়ী মোট পনেরটি সদস্য দেশ নিয়ে গঠিত।
- জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্যগুলো হলো: যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন।

১২. যুক্তরাজ্যের রাজা বা রানি অন্য কোন কোন দেশের রাষ্ট্র প্রধান? *[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. কানাডা খ. সাইপ্রাস
গ. জিম্বাবুয়ে ঘ. অস্ট্রেলিয়া **উত্তর:** ক, ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- যুক্তরাজ্যের রাজা বা রাণী বর্তমানে ১৪টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান।
- উল্লেখযোগ্য দেশগুলো হলো অস্ট্রেলিয়া, কানাডা, অ্যান্টিগুয়া ও বারমুডা, বাহামা, বেলিজ, গ্রানাডা, জ্যামাইকা, নিউজিল্যান্ড।
- যুক্তরাজ্য থেকে স্বাধীনতা পাওয়ার পর বেশিরভাগ দেশ গণপ্রজাতন্ত্রী দেশে পরিণত হয়েছে।
- কিন্তু এর পরও এই ১৪টি দেশের রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে যুক্তরাজ্যের রাজা বা রাণী রাষ্ট্রপ্রধান রয়েছেন।
- বার্বাডোজ এখন বিশ্বের নবীনতম প্রজাতন্ত্র। ব্রিটেনের রাজা/রাণী এতদিন দেশটির রাষ্ট্রপ্রধান

your success benchmark

ছিলেন। ২০২১ সালে দেশটি নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র থেকে বেরিয়ে প্রজাতন্ত্র পরিণত হয়েছে।

- রাজা তৃতীয় চার্লস বর্তমানে যুক্তরাজ্যের রাজা যিনি বর্তমানে কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান।

১৩. 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১' কবে উৎক্ষেপণ করা হয়? *[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. ১৭ই মে,২০১৮
খ. ১২ই মে,২০১৮
গ. ২৬শে মার্চ, ২০১৮
ঘ. ১৬ই ডিসেম্বর,২০১৭ **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- বঙ্গবন্ধু-১ বাংলাদেশের প্রথম যোগাযোগ ও সম্প্রচার স্যাটেলাইট।
- এটি ২০১৮ সালের ১২ মে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেনেডি স্পেস সেন্টার থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়।
- এর মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ ৫৭ তম দেশ হিসেবে নিজস্ব স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশের তালিকায় যোগ দেয়।
- স্যাটেলাইটটির প্রস্ততকারক প্রতিষ্ঠান হলো থ্যালেস অ্যালেনিয়া স্পেস (ফ্রান্স)।
- এই স্যাটেলাইটটি উৎক্ষেপণ করা হয় কেনেডি স্পেস সেন্টার (যুক্তরাষ্ট্র) থেকে।
- জয়দেবপুরের ভূকেন্দ্রটি হলো মূল নিয়ন্ত্রণ স্টেশন। আর বেতবুনিয়ায় স্টেশনটি বিকল্প হিসেবে রাখা হয়েছে।
- বাংলাদেশ সহ হন্ডুরাস, তুরস্ক, ফিলিপাইন, ক্যামেরুন ও দক্ষিণ আফ্রিকা বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের ট্রান্সপন্ডার কিনে সম্প্রচার করছে।
- উল্লেখ্য যে, ২০২৩ সালের মধ্যে দেশের ২য় স্যাটেলাইট বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২ উৎক্ষেপণ করা হবে।
- দেশের দ্বিতীয় স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-২' এর ধরন নির্ধারনের জন্য ফ্রান্সের প্রাইসওয়াটারহাউসকুপার্সকে (পিডব্লিউসি) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

১৪. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক পরিষদে কতটি আসন লাভ করে? *[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. ২৮৮ খ. ২৯০
গ. ২৮০ ঘ. ১৬০ **উত্তর: ক**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- ১৯৭০ সালের নির্বাচনে প্রাদেশিক পরিষদের ৩১০ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পায় মোট ২৯৮ টি আসন (সাধারণ ২৮৮ এবং মহিলা আসন ১০টি)
- অপশনে ২৯৮ না থাকায় সাধারণ আসন ২৮৮ ধরে উত্তর করতে হবে।
- অন্যদিকে ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানের মোট আসন ছিল ১৬৯টি। এর মধ্যে সাধারণ আসন ১৬২টি এবং সংরক্ষিত মহিলা আসন ছিল ৭টি।
- ১৬২ টি সাধারণ আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ পেয়েছিল ১৬০টি এবং সংরক্ষিত মহিলা ৭টি আসনসহ মোট আসন পেয়েছিল ১৬৭টি।
- উল্লেখ্য যে, ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়- ৭ ডিসেম্বর এবং পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়-১৭ ডিসেম্বর ১৯৭০ সালে।

১৫. 'মজলিশ' কোন দেশের আইনসভার নাম? *[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. পাকিস্তান খ. ইরান
গ. ইরাক ঘ. আফগানিস্তান **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- মজলিস-ই-শূরা (ইসলামিক কনসালটেটিভ অ্যাসেম্বলি) কে ইরানের আইনসভা বলা হয়।
- এটি এককক্ষবিশিষ্ট আইনসভা।
- সংসদটি বর্তমানে ২৯০ জন প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত।
- অন্যদিকে পাকিস্তানের আইনসভার নাম হলো ন্যাশনাল এসেম্বলি, আইনসভাটি দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট।
- Council of Representatives হলো ইরাকের আইনসভার নাম, এটি এক কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা।
- আফগানিস্তানের পার্লামেন্টের নাম লয়াজিরগা বা ন্যাশনাল এসেম্বলি। এটি দ্বি কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা।

১৬. কোনটি নিরস্ত্রীকরণের সাথে সম্পৃক্ত নয়? *[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. SALT খ. CTBT
গ. NPT ঘ. NATO **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- NATO (North Atlantic Treaty Organization) হলো একটি সামরিক সংস্থা।
- সুতরাং এটি নিরস্ত্রীকরণের সাথে কোন ভাবে সম্পৃক্ত নয়।
- সংস্থাটি ১৯৪৯ সালের ৪ এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হয়, বর্তমান সদস্য সংখ্যা ৩১ (সর্বশেষ ফিনল্যান্ড)।

iddabari your success benchmark

- অন্যদিকে SALT, CTBT, NPT নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি।
- SALT (Strategic Arms Limitations Talks) রাশিয়া আমেরিকার মধ্যে স্বাক্ষরিত হয়।
- CTBT (Comprehensive Nuclear-Test-Ban-Treaty) হলো ১৯৯৬ সালে সর্বব্যাপী পারমাণবিক পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি।
- NPT (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) হলো পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার/প্রসার নিয়ন্ত্রন চুক্তি। এটি ১৯৬৮ সালে স্বাক্ষরিত হয়।

১৭. 'ফেয়ার ফ্যাক্স' কী? *[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. গোয়েন্দা সংস্থা
খ. মানবাধিকার সংস্থা
গ. পরিবেশবাদী আন্দোলন
ঘ. বিশেষ ধরনের ফ্যাক্স **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- ফেয়ার ফ্যাক্স (Fairfax) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বেসরকারি অর্থনৈতিক গোয়েন্দা সংস্থা।
- তবে ফেয়ার ফ্যাক্স নামে অস্ট্রেলিয়ার একটি মিডিয়া কোম্পানি রয়েছে।
- এছাড়া সেন্ট্রাল ইন্টিলিজেন্স এজেন্সি (সিআইএ) হলো যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান গোয়েন্দা সংস্থা।
- অন্যদিকে রেডক্রস, সেইভ দ্য চিলড্রেন, কেয়ার ইন্টারন্যাশনাল, ওয়ার্ল্ড ভিশন হলো উল্লেখযোগ্য বৈশ্বিক মানবাধিকার সংস্থা।
- গ্রীনপিস, জাতিসংঘের পরিবেশ বিষয়ক সংস্থা (UNEP), জলবায়ু বিষয়ক সংস্থা (WMO), IUCN (International Union for conservation of Nature) হলো বিশ্বখ্যাত পরিবেশবাদী সংস্থা।

১৮. Bandwidth কি? *[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. Bit per second খ. Cycle per second
গ. Bit per minute
ঘ. Range of Frequencies **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- একক সময়ে পরিবাহিত ডেটার পরিমাণ হলো ব্যান্ডউইডথ।
- অর্থাৎ একটি মাধ্যমের মধ্যে দিয়ে উৎস পয়েন্ট থেকে গন্তব্যের দিকে যে পরিমাণ ডেটা একক সময়ে পরিবাহিত হতে পারে তাকে বলা হয় ব্যান্ডউইডথ।
- একে মাপা হয় প্রতি সেকেন্ডে কতটি বিট পরিবাহিত হচ্ছে তা দিয়ে অর্থাৎ বিপিএস BPS (Bit Per Second)
- ব্যান্ডউইডথ থেকে ট্রান্সমিশন স্পিডও বলা হয়। ডেটা ট্রান্সমিশন স্পিডকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়। যথা: ১। ন্যারো ব্যান্ড ২। ভয়েস ব্যান্ড ৩। ব্রড ব্যান্ড

১৯. বাংলাদেশের শাসন বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি কে? *[খাদ্য অধিদপ্তর (উপ-খাদ্য পরিদর্শক)-২০২১]*

ক. প্রধান বিচারপতি খ. সেনা প্রধান
গ. প্রধানমন্ত্রী ঘ. রাষ্ট্রপতি **উত্তর:** ঘ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখা:

- বাংলাদেশের বর্তমান সরকার ব্যবস্থা সংসদীয় পদ্ধতির।
- এ পদ্ধতিতে শাসন বিভাগ/নির্বাহী বিভাগের সর্বোচ্চ ব্যক্তি হলেন রাষ্ট্রপতি। তার নামে/কর্তৃত্বে সকল কাজ সম্পাদিত হয়।
- কিন্তু বাস্তবে প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী হল প্রধানমন্ত্রীর (সরকারের প্রধান) নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রীপরিষদ।
- এই মন্ত্রীপরিষদই আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রপ্রধানের নামে শাসনকাজ পরিচালনা করে।
- সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় দেশ হিসেবে বাংলাদেশ, গ্রেট ব্রিটেন, ভারত, জাপান প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা)- সাধারণ জ্ঞান

১. **ইবনে বতুতা কোন দেশের পর্যটক?** *[বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. ইটালি খ. তিব্বত

গ. মরক্কো ঘ. গ্রিস **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ইবনে বতুতা মরক্কোর পর্যটক ছিলেন।
- ইবনে বতুতা (১৩০৪-১৩৭৮) এর আসল নাম শেখ আবু আবদুল্লাহ মুহম্মদ।
- ১৩৩৪ সালে দিল্লী সুলতান মুহাম্মদ বিন তুগলক তাঁকে দিল্লীর কাজী নিযুক্ত করেন।
- ইবনে বতুতা ৯ জুলাই, ১৩৪৬ সালে চট্টগ্রাম আসেন।
- তিনি সিলেটে হযরত শাহজালাল (রহ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে যান।
- প্রথম বিদেশি পর্যটক হিসেবে তিনি 'বাঙ্গালা' শব্দটি ব্যবহার করেন।
- ইবনে বতুতার বিখ্যাত গ্রন্থ 'সফরনামা' বা 'কিতাবুল রেহেলা (আরবি)'।
- ইবনে বতুতা বাংলাকে 'দোযখ ই পুর নিয়ামত' বা প্রাচুর্যপূর্ণ নরক' বলেছেন।

২. **বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট -১ কিসের নাম?** *[বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. উপগ্রহের নাম খ. নৌজাহাজের নাম

গ. মহাকাশ যানের নাম ঘ. যুদ্ধ জাহাজের নাম **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ একটি উপগ্রহের নাম।
- ২০১৮ সালের ১২ মে স্যাটেলাইটটি উৎক্ষেপণ করা হয়।
- তৈরি করে ফ্রান্সের 'থেলিস অ্যালেনিয়া স্পেস'।
- উৎক্ষেপণের স্থান কেনেডি-স্পেস-সেন্টার (যুক্তরাষ্ট্র)।
- উৎক্ষেপণের রকেটের নাম ফ্যালকন ৯ ব্লক ৫।
- বাংলাদেশ ৫৭তম উপগ্রহ উৎক্ষেপণকারী দেশ।
- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের প্রধান নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র গাজীপুরের জয়দেবপুর অবস্থিত।

৩. **ঐতিহাসিক ৬-দফাকে কিসের সাথে তুলনা করা হয়?** *[বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. বিল অব রাইটস খ. ম্যাগনাকার্টা

গ. পিটিশন অব রাইটস ঘ. মুখ্য আইন **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ঐতিহাসিক-৬ দফাকে 'ম্যাগনাকার্টা' এর সাথে তুলনা করা হয়।
- ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৬ দফা ঘোষণা করেন।
- ২৩ মার্চ, ১৯৬৬ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে ৬ দফা ঘোষণা করেন।
- ৭ জুন, ৬ দফা দিবস পালন করা হয় প্রতি বছর।
- ৬ দফার জন্য 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' দায়ের করা হয়।
- 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা'-এর আসামী ছিল ৩৫ জন।
- ১৯৬৯ সালের ২ ফেব্রুয়ারি বঙ্গবন্ধুকে জেল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়।
- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের প্রথম ১০টি সংশোধনীকে 'বিল অব রাইটস' বলে।
- পিটিশন অব লাইটস হলো এক ধরনের আইন যা কিছু মানবাধিকারকে সুরক্ষা দেয় (১৬২৮ সাল প্রণীত)।
- 'ম্যাগনাকার্টা' হলো ১২১৫ সালের ১৫ জুন ব্রিটিশ রাজা ও জনগণের মধ্যে স্বাক্ষরিত একটি দলিল।

৪. **'নারিকা-১' কী?** *[বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. ধান খ. আদা

গ. জাহাজ ঘ. নভো খেয়াযান **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- নারিকা-১ একটি উন্নত জাতের ধানের নাম।
- নারিকা-১ উগান্ডা থেকে আনা খরা সহিষ্ণু ধান।
- কিছু ধানের জাত- চান্দিনা, বিপ্লব, ব্রি বালাম, দুলাভোগ, আশা, সুফলা, ময়না, হরিধান ইত্যাদি।
- গমের জাত- অঘ্রাণী, সোনালিকা, বলাকা, দোয়েল, আনন্দ, আকবর, কাঞ্চন, বরকত, সুফী ইত্যাদি।
- তামাকের জাত: সুমাত্রা, ম্যানিলা।
- বেগুনের জাত: ইতরা, শুকতারা, তারাপুরী, নয়নতারা ইত্যাদি।
- বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট গাজীপুরের জয়দেবপুর অবস্থিত।
- সম্প্রতি উদ্ভাবিত নতুন ধানের জাত ব্রি ধান ৯৮।

৫. **'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' পালিত হয় প্রতি বছর-** *[বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. ৮ ফেব্রুয়ারি খ. ৮ মার্চ

গ. ৮ এপ্রিল ঘ. ৮ আগষ্ট **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- প্রতি বছর ৮ মার্চ 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' পালন করা হয়।
- ১৯৭৫ সালে ৮ মার্চ কে 'আন্তর্জাতিক নারী দিবস' হিসেবে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।
- ১৮৫৭ সালের এই দিনে মজুরীঘন্টা, মজুরী বৈষম্য, কমঘন্টা নির্দিষ্ট করার দাবিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

নিউইয়র্কের রাস্তায় নেমেছিলেন সুতা কারখানার নারী শ্রমিকেরা।

- আরও কিছু দিবস—
  - * 'বিশ্ব জনসংখ্যা দিবস'-১১ জুলাই।
  - * 'বিশ্ব তামাকমুক্ত দিবস'-৩১ মে।
  - * 'বিশ্ব সাদাছড়ি দিবস'-১৫ অক্টোবর।

৬. বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর ভ্যাকসিন প্রথম ব্যবহৃত হয়েছে?
[বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা)-২০২২]

ক. অক্সফোর্ড অ্যাস্ট্রোজেনেকা-কোভিশিল্ড
খ. সিনোভ্যাক্সের করোনাভ্যাক
গ. ফাইজারের বায়োএনটেক
ঘ. জনসন এন্ড জনসন-জনসেন **উত্ত র:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলাদেশে কোভিড-১৯ এর প্রথম যে কোম্পানির ভ্যাকসিন ব্যবহৃত হয়েছে- তা হলো অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রোজেনেকা-কোভিশিল্ড।
- তবে উৎপাদনকারী দেশ ছিল ভারত।
- করোনা ভাইরাস প্রথম ধরা পড়ে চীনে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৯।
- চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহরে প্রথম করোনা ভাইরাস ধরা পড়ে।
- চীনের তৈরি করোনা ভ্যাকসিনের নাম সিনোফার্ম।
- ফাইজার বায়োএনটেক-এর তৈরি করোনার টিকার বাণিজ্যিক নাম কমিরনাটি।
- জনসন অ্যান্ড জনসন কোম্পানির তৈরি টিকার নাম জনসন কোভিড-১৯ টিকা।
- ১১ মার্চ, ২০২০ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা করোনাকে মহামারি ঘোষণা দেয়।
- ৮ মার্চ, ২০২০ বাংলাদেশে প্রথম করোনা শনাক্ত।
- ১৮ মার্চ, ২০২০ বাংলাদেশে প্রথম করোনায় মৃত্যু।

৭. রুপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?
[বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা)-২০২২]

ক. ঈশ্বরদী, পাবনা খ. ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া
গ. কেরানীগঞ্জ, ঢাকা ঘ. কাপ্তাই, রাঙ্গামাটি **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র পাবনা জেলার ঈশ্বরদীতে অবস্থিত।
- পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় ১৯৬১ সালে।
- ১৩ মে, ২০১৯ সালে 'বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন' ও রাশিয়ায় 'রোসাটোম'- এর মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
- ২ অক্টোবর, ২০১৩ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা 'পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র' এর কাজ উদ্বোধন করেন।
- বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা দুইটি ইউনিটের মাধ্যমে ২৪০০ মেগাওয়াট।
- ভেড়ামারা, কুষ্টিয়ায় বাংলাদেশের প্রথম তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত।
- বাংলাদেশের 'কেন্দ্রীয় কারাগার' কেরানীগঞ্জে অবস্থিত।
- বাংলাদেশের একমাত্র জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র কাপ্তাই, রাঙামাটি অবস্থিত।
- রাঙামাটিতে কাপ্তাই লেক ও অবস্থিত।

৮. নিচের কোন দেশটি দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত? *[বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. অস্ট্রেলিয়া খ. ইন্দোনেশিয়া
গ. ইরাক ঘ. সৌদি আরব **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত দেশটি অস্ট্রেলিয়া।
- অস্ট্রেলিয়া শব্দের অর্থ এশিয়ায় দক্ষিণাঞ্চল।
- দক্ষিণ গোলার্ধ হল নিরক্ষরেখার দক্ষিণ দিকে অবস্থিত পৃথিবীর অর্ধাংশ।
- ইন্দোনেশিয়ার অধিকাংশ এলাকা দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত।
- ইরাক, সৌদি আরব এশিয়ায় মধ্যপ্রাচ্যের দুটি দেশ।

৯. ইউক্রেনের প্রেসিডেন্টের নাম কী? *[বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. বাইডেন খ. ভ্লাদিমির পুতিন
গ. ভলোদিমির জেলেনস্কি ঘ. জন মরিসন **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ইউক্রেনের বর্তমান প্রেসিডেন্টের নাম ভ্লাদিমির জেলেনস্কি।
- ইউক্রেন একটি পূর্ব ইউরোপের দেশ এবং ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম দেশ।
- ইউক্রেন স্বাধীণতা লাভ করে ২৪ আগস্ট, ১৯৯১।
- ইউক্রেনের রাজধানী কিয়েভ এবং মুদ্রার নাম হ্রিবনিয়া।
- ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ শুরু হয় ২৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২২।
- জো বাইডেন যুক্তরাষ্ট্রের ৪৬তম প্রেসিডেন্ট।
- রাশিয়ার বর্তমান প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

১০. কোন শহরকে মুসলমান, খ্রিষ্টান, ইহুদি, সকলেই পবিত্র স্থান মনে করে? *[বাংলাদেশ কৃষি উন্নয়ন কর্পোরেশন (সহকারী হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. মক্কা খ. জেদ্দা
গ. জেরুজালেম ঘ. মদিনা **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- জেরুজালেম শহরকে মুসলমান, খ্রিস্টান, ইহুদি সকলেই পবিত্র স্থান মনে করে।
- জেরুজালেমকে পবিত্র ভূমি বলা হয়।
- ২ নভেম্বর, ১৯১৭ সালে বেলফোর ঘোষণা করা হয়।

- ১৯৬৪ সালে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন (P.L.O) গঠিত হয়।
- প্রথমে তেল সংকট বা চতুর্থ আরব-ইসরায়েল যুদ্ধ হয় ১৯৭৩ সালে।
- সৌদি আরবের মক্কায় মুসলমানদের পবিত্র কাবা শরিফ অবস্থিত।
- জেদ্দায় (সৌদি আরব) ইসলামিক সহযোগিতা সংস্থা অবস্থিত।

জন মরিসন একজন সাবেক ক্রিকেট খেলোয়ার নিউজিল্যান্ডের।

বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)- সাধারণ জ্ঞান

১. **UNHCR এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?** *[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. নিউইয়র্ক খ. রোম
গ. জেনেভা ঘ. লন্ডন **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- UNHCR এর সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভারয় অবস্থিত।
- UNHCR- United Nations High Commission For Refugees. প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৫০।
- সুইজারল্যাণ্ডের জেনেভায় আরও যে সকল সংস্থার সদর দপ্তর অবস্থিত– ICRC, ITU, ILO, IOM, WHO, WMO, WTO, UNCTAD, WIPO, ITC.
- লন্ডন শহরে যেসব সংস্থার সদর দপ্তর অবস্থিত– IMO, Commonwealth of Nations, Amnesty International.
- নিউইয়র্ক শহরে যেসব সংস্থার সদর দপ্তর অবস্থিত– UNICEF, UNDP, UNFPA, UNIFEM, UN WOMEN, G-77.
- রোমে যে সকল সংস্থার সদর দপ্তর রয়েছে। FAO, WFP, IFAD.

২. **গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ বর্ণিত হয়েছে কত অনুচ্ছেদে?** *[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. অনুচ্ছেদ-৮ খ. অনুচ্ছেদ-৯
গ. অনুচ্ছেদ-১০ ঘ. অনুচ্ছেদ-১১ **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ উল্লেখ করা আছে। অনুচ্ছেদ ৮ এ।
- রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতিসমূহ হলো- জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।
- অনুচ্ছেদ-৯ এ জাতীয়তাবাদে সম্পর্কে বলা হয়েছে।
- অনুচ্ছেদ ১০ হলো সমাজতন্ত্র এবং শোষণমুক্তি বিষয়ক।
- অন্যদিকে গণতন্ত্র এবং মানবাধিকার বিষয়ে বলা আছে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১১ তে। অতএব সঠিক উত্তর (ক)।

৩. **'COP-26' অনুষ্ঠিত হয়েছে-***[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. Glasgow খ. London
গ. Paris ঘ. Hague **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- COP হচ্ছে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে থাকা জলবায়ু বিষয়ক সংঘ।
- COP হচ্ছে Conference of parties যা UNFCC এর আয়োজনে সংঘটিত হয়।
- সর্বপ্রথম COP অনুষ্ঠিত হয় ১৯৯৫ সালে জার্মানির বার্লিনে।
- 'COP-26' অনুষ্ঠিত হয় যুক্তরাজ্যের গ্লাসগো শহরে নভেম্বর ২০২১ সালে। তাই সঠিক উত্তর (ক)।

৪. **জাতিসংঘ কোন বছর প্রতিষ্ঠিত হয়?***[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. ১৯৪১ সালে খ. ১৯৪৫ সালে
গ. ১৯৪৮ সালে ঘ. ১৯৪৯ সালে **উত্তর:** খ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- জাতিসংঘ ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন যুক্তরাষ্ট্রের সানফ্রান্সিসকো শহরে।
- অন্যদিকে ১৯৪৯ সালে NATO প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদর দপ্তর বেলজিয়াম এর ব্রাসেলস এ। অতএব সঠিক উত্তর (খ)।

৫. **মুজিবনগর সরকার কখন গঠিত হয়?***[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ খ. ১০ এপ্রিল, ১৯৭২
গ. ১৭ এপ্রিল, ১৯৭১ ঘ. ১৬ এপ্রিল, ১৯৭০ **উত্তর:** ক

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় ১০ এপ্রিল, ১৯৭১ সালে।

- ১৯৭০ সালে জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ভারতে ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলায় একত্রিত হয়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করে।
- ১৯৭০ সালের ১৭ এপ্রিল এই সরকার মেহেরপুর জেলার বৈদ্যনাথতলায় (বর্তমানে মুজিবনগর) শপথ গ্রহণ করে। অতএব সঠিক উত্তর (ক)।

৬. **ছয় দফা দাবী পেশ করা হয়-***[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. ১৯৭০ সালে খ. ১৯৬৬ সালে
গ. ১৯৬৫ সালে ঘ. ১৯৬৯ সালে **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- ৬ দফা দাবি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে প্রথম উত্থাপন করেন।
- শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে ২৩ মার্চ, ১৯৬৬ সালে ৬ দফা লাহোরে উত্থাপন করেন।
- ৬ দফা কে বাঙালি জাতির 'মুক্তির সনদ' (Charter of freedom) বা ম্যাগনাকার্টা হিসেবে গন্য করা হয়।
- প্রতিবছর ৭ জুন ও দফা দিবস পালিত হয়।

৭. **বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট ২০২১-২২ এ মোট ব্যয় ধরা হয়েছে-** *[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. ৪,০৩,৬৮১ কোটি টাকা
খ. ৫,০৩,৬৮১ কোটি টাকা
গ. ৬,০৩,৬৮১ কোটি টাকা
ঘ. ৬,৬৮,৩৮১ কোটি টাকা **উত্তর: গ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট ২০২১- ২২ অর্থ বছরে বাজেটের আকার ছিলো ৬,০৩,৬৮১ কোটি টাকা।
- বাজেট ঘোষিত হয় ৩ জুন ২০২১ সালে।
- বাজেট ঘোষণা করে অর্থমন্ত্রী আ.হ.ম মোস্তফা কামাল।
- বাজেট পশ হয় ৩০ জুন

৮. **বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার ডিজাইনার কে?** *[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. জয়নুল আবেদীন খ. কামরুল হাসান
গ. হাশেম খান ঘ. হামিদুর রহমান **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার নকশা করেন চিত্রশিল্পী কামরুল হাসান।
- তিনি পটুয়া কামরুল নামে পরিচিত ছিলেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের মুখের ছবি দিয়ে আঁকেন 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে পোস্টার।
- কামরুল হাসান ১৯৭৯ সালে 'স্বাধীনতা পুরস্কার' লাভ করেন।

৯. **বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপণ করার মাধ্যমে বাংলাদেশ বিশ্বে স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণকারী দেশের তালিকায় কততম দেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে?** *[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. ৪৭তম খ. ৫৭তম
গ. ৬৭তম ঘ. ৫১তম **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপনের মাধ্যমে বাংলাদেশ পৃথিবীর ৫৭ তম স্যাটেলাইট উৎক্ষেপনকারী দেশ।
- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ উৎক্ষেপন করা হয় মে ১২, ২০১৮ সালে।
- বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১ তৈরি করে ফ্রান্সের থ্যালাস আ্যালেনিয়া।

১০. **পদ্মা সেতুর দৈর্ঘ্য কত?***[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. ৬.০১ কি.মি খ. ৬.১৯ কি.মি
গ. ৬.০৫ কি.মি ঘ. ৬.১৫ কি.মি **উত্তর: ঘ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- পদ্মা সেতুর মোট দৈর্ঘ্য ৬১৫ কি.মি অতএব সঠিক উত্তর (খ)।
- পদ্মা সেতু নির্মানকারী চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কনস্ট্রাকশন কোম্পানি লি.
- পদ্মা সেতুর নির্মান শুরু হয় ২৬ নভেম্বর ২০১৪ সালে এবং নির্মাণ কাজ শেষ হয় ২৩ জুন ২০২২ সালে।
- পদ্মা সেতু উদ্বোধন করা হয় ২৫ জুন ২০২২ সালে এবং চালু হয় ১৬ জুন ২০২২ সালে।

১১. **বিশ্বকাপ ফুটবলে সবচেয়ে বেশি চ্যাম্পিয়ন হয়েছে কোন দেশ?** *[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. আর্জেন্টিনা খ. ব্রাজিল
গ. ইতালি ঘ. ফ্রান্স **উত্তর: খ**

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- বিশ্বকাপ ফুটবলে সবচেয়ে বেশি বার চ্যাম্পিয়ন হয় ব্রাজিল ৫ বার (১৯৫৮, ১৯৬২,১৯৭০, ১৯৯৪, ২০২২)।

- আর্জেন্টিনা চ্যাম্পিয়ন হয় ৩ বার (১৯৭৮, ১৯৮৬, ২০২২)।
- ইতালি চ্যাম্পিয়ন হয় ৪ বার (১৯৩৪, ১৯৩৮, ১৯৮২, ২০০৬)।
- ফ্রান্স চ্যাম্পিয়ন হয় ২ বার (১৯৯৮, ২০১৮)।

১২. WHO এর সদর দপ্তর কোন শহরে অবস্থিত? *[বিভিন্ন মন্ত্রণালয় (ব্যক্তিগত কর্মকর্তা)-২০২২]*

ক. প্যারিস খ. টোকিও

গ. জেনেভা ঘ. নিউইয়র্ক **উত্তর:** গ

বিদ্যাবাড়ি ব্যাখ্যা:

- WHO (World Health Organization) এর সদর দপ্তর অবস্থিত সুইজারল্যান্ডের জেনেভা শহরে।
- এছাড়াও WMO, WTO, UNCTAD, WIPO, ILO, IOM এর সদর দপ্তর জেনেভায় অবস্থিত।
- UNICEF, UNDP, UNFPA, UNIFEM এর সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত।
- UNESCO এর সদর দপ্তর ফ্রান্সের প্যারিসে অবস্থিত।
- জাতিসংঘ বিশ্ববিদ্যালয় (UNU) জাপানের টোকিও তে অবস্থিত।

Biddabari
your success benchmark